জাঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সুলভ ভাণ্ডার

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ — চাউলপটি

৪৩শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২০শে আষাঢ় বুধবার ১৩৬৩ বাংলা | 4th July. 1956 | ৮ম সংখ্যা

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৩ই আগষ্ট ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

৯৫ খাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং নীলরতন রায় দিং দাবি ৩৪৲৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে প্রসাদপুর ২৬ শতকের কাত ১॥৵৮ আঃ ২০৲ খং ১৭৪

৪৩ খাং ডিঃ সেঃ গোবিন্দদাস নাথ দেং সরলাসুন্দরী দেব্যা দাবি ৪৯৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ঘোড়শালা ১০৯ শতকের কাত ষোল আনায় ৭।০ আঃ ১০৫৲ রায়ত স্থিতবান

১০ মনি ডিঃ কিশোরীমোহন দাস দেং মোসলেম সেখ দাবি ৬৬।৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ঘোড়শালা ৫৩ শতকের কাত ১॥৵১৫ আঃ ৫০৲ খং ৭৫১ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে খিদিরপুর ১-২৩ শতকের কাত ১৲০ আঃ ১২০ খং ৪৩

১২ রেহাণ ডিঃ সমরেন্দ্রনাথ রায় দিং দেং মহাদেব ঘোষ দিং দাবি ৬৲৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাইন্ধা ১৪২॥০ শতকের কাত ৭৲০ আঃ ২৫৲ খং ২২২ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৫০ শতকের হারাহারি কাত ১৲ আঃ ২৫৲ খং ২২৩ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৫০ শতকের কাত ২॥৵৫ আঃ ২৫৲ খং ২১৮ ৪নং লাট মৌজাদি ঐ ১৩৩ শতকের কাত ৮৸০ আঃ ২৫৲

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২০শে আগষ্ট ১৯৫৬

১৯৫৬ সালের ডিক্রীজারী

২৭ খাং ডিঃ কামেশ্বরনাথ লালা দেং এবারক হোসেন দিং দাবি ৪৩৸৯ পাই থানা সাগরদীঘি মৌজে শ্যামপুর ৩০৬ শতকের কা ১০॥৵১৪ আঃ ৩০০৲ খং ২৪

২৮ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৭৸৵২ পাই থানা ঐ মৌ ৬১ শতকের কাত ৸৵১০ আঃ ৬০৲ খং ৪১২

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে আষাঢ় বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

রাজনৈতিক কর্ত্তাভজা অভিনয়

—০—

জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার স্বর্গত শেক্সপিয়ার বিশ্ব-জগৎকে রঙ্গমঞ্চের (থিয়েটারের ষ্টেজের) সহিত তুলনা করিয়াছেন। পল্লীগ্রামের লোকেরা বিশেষ করিয়া আমাদের মহকুমার সরলপ্রাণ নরনারীগণের মধ্যেই অনেকে অভিনয় মঞ্চ বা ষ্টেজ দেখেন নাই। তবে যাত্রার দলের আসর না দেখা লোক খুব কমই আছে। বড় ধনী লোকদের উঠানে বা গ্রামের বারোয়ারি-তলায় সামিয়ানা খাটাইয়া তাহার তলায় যাত্রার দলের পালা গান হয়। যাত্রার দলের অভি-নেতা সব সময়ে একদলে থাকে না আমরা আজ যে রাজনৈতিক দলের অভিনয়ের কথা বলিব তাহারও অভিনেতারা এ দল হইতে ও দল, ও দল হইতে সে দলে সুবিধা বুঝিয়া স্থান করিয়া লয়।

(অভিনয়ের নমুনা)

(যাত্রার আসরে অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডায়মান, মধ্যম পাণ্ডব ভীম গদা স্কন্ধে বেগে আসরে প্রবেশ করিলেন)

ভীম—অর্জ্জুন! অর্জ্জুন!! সরে আয়, সরে আয়, বিষধর কাল সর্পের নিকট থাকিস্ নে। তুই মনে করিস্—ও পাণ্ডবের সখা? ওর চেয়ে পাণ্ডবের বিষম শত্রু আর কেহ নাই। ওর দুরভিসন্ধি ছেলে মানুষ তুই কি বুঝবি? বুঝি আমি—ওর উদ্দেশ্য হচ্ছে—যে কোন প্রকারে কুরুপাণ্ডবে বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে, উভয় কুলের ধ্বংস সাধন ক'রে, নিজে সসাগরা পৃথিবীর এক-ছত্র অধিপতি হবে। বলি—কৃষ্ণরে! তোর মনে যদি এই ছিল ভাই, তা হ'লে বল্‌তে পারতিস্—"আমি রাজা হবো"।

হায়রে, যে পাণ্ডব স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে ১২ বৎসরের নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ ক'রে এলো —সে কি তোর ঐ পাদ-পঙ্কজে এ রাজ্য সমর্পণ করতে ক্ষণকালের নিমিত্ত কুণ্ঠা বোধ করতো?

শ্রীকৃষ্ণ—(কাঁদো কাঁদো সুরে) মধ্যম দাদা মশাই গো! আপনার চরণ ধ'রে বিনয় ক'রে বল্‌ছি—এ দাস কৃষ্ণকে ক্ষমা করুন। দাদা আপনার এক একটি ভক্তিপূর্ণ তিরস্কার বাণী এই হতভাগ্য কৃষ্ণের হৃদয়ে শত-সহস্র শেল সম বিদ্ধ হচ্ছে। তাই বলি, দাদা, এই নরাধম অবোধ কৃষ্ণকে ক্ষমা করুন।

ভীম—নীলমণিরে! তোর তো ঐটুকুই গুণ ভাই। যখন দুটো কথা কড়া ক'রে বলি, তখনই সজল চক্ষে বলিস্—দাদা, অপরাধ হয়েছে ক্ষমা করুন। ভাইরে! তোর মত ধন যদি পাই, তবে রাজ্য-ধন কোন্ ছার! জীবন-ধন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে ভীম এখনই প্রস্তুত। ভাইরে, আয়, একবার কোলে আয়, এসে ভীমের তাপিত হৃদয় শীতল কর্।

(শ্রীকৃষ্ণের ভীমের ক্রোড়ে উত্থান—জুড়িগণ বক্তৃতা শেষ হইবা মাত্র পায়ের ষ্টকিং টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিজন চারিদিকে গিয়া গান ধরিলেন)

গান

আয়রে কোলে নীলমণি, নটবর, কালাচাঁদ।
(তোরে) ধরতে হয় ভাই, এমনি ক'রে
পেতে দিয়ে ভক্তির ফাঁদ।
যুগলরূপে বৃন্দাবনে,
ভুলা'লে গোপিকাগণে,
(আজ) দেখবো হরি ভক্ত সনে,
ভক্তাধীনের কি বিবাদ!

রাজনৈতিক কর্ত্তাভজা যাত্রার আসর

(দলের কর্ত্তার আবির্ভাব দিবসে নিম-কর্ত্তা অর্থাৎ প্রধান চেলা সৌকালীনের প্রবেশ)

সৌকালীন—(স্বগত) আবির্ভাব দিনে এবার খুব কায়দা ক'রে অর্থ সংগ্রহ করা গেছে। বাপ্‌রে! কার কোথা ছিদ্র, কার বিপদ আসন্ন, কে রাতা-রাতি থোক থোক টাকা রোজগার করার মতলব করছে—তাদের ধাপ্পা দিয়ে, বছর বছর যে লাখ লাখ টাকা আবির্ভাব উৎসবে লাগিয়ে নিজের মুনফা যে হয় না তা নয়। আবার যে লক্ষ টাকা সভাস্থলে কর্ত্তার উদ্দেশে নিবেদন করা হয়, তাও তো আমার হাতেই এসে পড়ে। যেমন তর্পণের সময় গঙ্গার জল গঙ্গাতেই থাকে অথচ পিতৃপুরুষ "তৃপ্যতাং, তৃপ্যতাং" মন্ত্রে তৃপ্তি লাভ করেন। আমার আশা যে আরও উচ্চ তা কর্ত্তা বুঝে ফেলেছেন হয়তো। আমার কামনা—কর্ত্তার তিরোভাব মহোৎসব না হ'লে, নিম-কর্ত্তাগিরি ঘুচবে না।

(কর্ত্তার প্রবেশ)

কর্ত্তা—কিহে সৌকালীন যে! এবার দেশে যে সম্মান পেয়েছি, তাতে এ আয়োজন না করাই যেন ভাল হতো!

সৌকালীন—তাকি হয়! শুভ দিন উদ্‌যাপন না করা যে অধর্ম্ম।

কর্ত্তা—দেখো, এ দমবাজি তোমার আমার কাছে সব ধরা পড়ে। সব বুঝি। আমার কটা আবির্ভাব দিবস বিনা উদ্‌যাপনে কেটে গেছে! আঙ্গুল গোণে দেখ কটা আবির্ভাব দিনে উৎসব হচ্ছে। যখন মড়া বাঁচাতে পারতাম, তখন কেউ পোছেনি। এ সম্মান প্যায়দা বাবার সম্মান। তোমার পুণ্যাজিত ভবনটির প্রবেশ দিবসে অত বড় দানের দাতাকে ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিতে পারিনি। এই তো ধর্ম্ম!

সৌকালীন—এবার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উদ্‌যাপনে যোগ দিবে। ঠিক হ'য়েছে।

কর্ত্তা—সব তো ঠিক, কিন্তু ধিক পাবার ভয় রাখো কি? আমার চেলা চামুণ্ডার এক ধুরন্ধর মেয়ে-দের বিবস্ত্র ফটো তুলেছে। তা আবার দুস্‌মনের হাতে পড়েছে। তা যদি ছেপে বিলি হয় তবে কর্ত্তার জ্যান্ত অবস্থায় তিরোভাব সুনিশ্চিত।

সৌকালীন—দেখুন শ্রেষ্ঠী কুলতিলকরা যত দিন তাদের নীতি-সম্মত পেশা চালাবে তত দিন লক্ষ লক্ষ কেন কোটি কোটি দরকার হলেও অভাব হবে না।

কর্ত্তা—আমাদের পুণ্যময় কার্য্যকারিতা থাকলে দেশের দুর্নীতি তাড়ায় কার সাধ্য। আমি গত সমরে একা পরাজিত হইনি। দেশে যারা

কলমবাজীর গর্ব্ব করে তাদের সব আমার মতে মৌখিক মত দিয়ে রেহাই পায়নি, ধ'রে ধ'রে নাম স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছি। একজন বলতে ছাড়েনি, অবশ্য আমার সামনে বলেনি, অন্যকে বলেছে—"আপনি মজিল কর্ত্তা লঙ্কা মজাইল।" যারা টাকা বা স্বার্থের তোয়াক্কা রাখে না, তারা আমাদের কম গ্রাহ্য করে। আগামী উৎসবের দিন তেল লাগার দল আসবেই।

(কথা শেষ হওয়া মাত্র কে যেন স্বর্গত দাশরথি রায় মহাশয়ের কর্ত্তাভজার ছড়া আবৃত্তি করিল)

ঢেঁকীশালে কুকুর কর্ত্তা
বনের কর্ত্তা পশু,
শ্মশানেতে ভূত কর্ত্তা,
চোরের কর্ত্তা যাশু।
গোরস্থানে মাম্‌দো কর্ত্তা,
ভাগাড়ের কর্ত্তা দানা।
ছাতনীতলায় পেত্নী কর্ত্তা,
শেওড়াতলায় গোনা।
মাঠে ঘাটে রাখাল কর্ত্তা,
আঁতুড়ের কর্ত্তা ধাই,
ভেড়ার গোয়ালে বাছুর কর্ত্তা,
এ সব কর্ত্তাও তাই।

মুর্শিদাবাদ জেলা সরকারী করণিক সম্মেলন

গত ৩০শে জুন বেলা দুই ঘটিকার সময় শ্রীমণিময় গুহের সভাপাতত্বে বহরমপুর যোগীন্দ্র মিলনী হলে মুর্শিদাবাদ জেলা করণিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এডভোকেট শ্রীনগেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, এম, এল, সি, অধ্যাপক নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য, এম, এল, সি-র অনুপাস্থিতিতে তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠ করিয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। প্রাদেশিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীসন্তোষ ওয়াদেদার সংগঠনের রিপোর্ট পাঠ করেন। শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা-সভাপতির ভাষণ দেন। শ্রীশোভেন সেন, শ্রীবিজয় গুপ্তের বক্তৃতার পর প্রধান অতিথি শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ দীর্ঘ ভাষণ দেন। সম্মেলনে জেলার ৪টী মহকুমা হইতে অন্যূন ২০০ প্রতিনিধি এবং সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্ম্মচারিবৃন্দও সম্মেলনে যোগ দেন। কয়েকটী গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ফসলের ক্ষতি

পাহাড় অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য বন্যা হওয়ায় ফরক্কা থানার বিভিন্ন স্থানের বহু জমির ধান ও পাট নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র কৃষিজীবিগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় হা হুতাশ করিতেছে। এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চাঞ্চল্যকর ব্যাপার

গত ২৫শে জুন রাত্রি অনুমান ৯ টার সময় অরঙ্গাবাদের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার ম্যানেজার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথিমধ্যে একটি পুকুরের ধারে দুর্বৃত্তগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইট নিক্ষেপ করিতে থাকে। তাঁহারা বিচলিত হইয়া পড়েন এবং রিভলবারের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে লোকজন আসিয়া পড়ে। দুর্বৃত্তগণ পলাইয়া যায়।

জঙ্গলা কভু পোষ না মানে

অরঙ্গাবাদের এক ভদ্রলোকের একটী পোষা হরিণ কোন প্রকারে বন্ধন মুক্ত হওয়ায় এক ব্যক্তিকে জখম করে। হরিণটী লোকটীকে ফেলিয়া দিয়া পেটে সিং দ্বারা আঘাত করায় পেটের নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া যায়। লোকটীকে অবিলম্বে চিকিৎসার্থ বহরমপুর হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

নবাগত জেলা শাসক

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার আই, এ, এস মহোদয় বিগত ১০ই জুন হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের রেল ভ্রমণে বিশেষ সুবিধা
তিনটি বারান্দাযুক্ত ট্রেণ চালু করিবার ব্যবস্থা

আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কেবলমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য দিল্লী-মাদ্রাজ, বোম্বাই-মাদ্রাজ এবং হাওড়া-মাদ্রাজ লাইনে তিনটি বারান্দা-যুক্ত গাড়ী চালু করা হইবে। বর্ত্তমানে এই গাড়ী-গুলি কারখানায় নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

প্রেস ইন্‌ফর্‌মেশন্ ব্যুরো

জংগীপুর কলেজ

বি-এ, পাস কোর্স; আই, এস-সি (বায়োলজি সহ); আই, এ এবং আই, কম্ পড়ান হয়। অধ্যাপনার বিশেষ সুব্যবস্থা। পরীক্ষার ফল প্রতি বৎসর সন্তোষজনক। ১৯৫৫ এ আই, এস-সি' ৯৪% আই, এ' ৭৩%; ১৯৫৬ এ আই এস-সি' ৭৫% আই, এ' ৫৫% ১৯৫৪ এ আই, এস-সিতে ফার্ষ্ট-গ্রেড স্কলারশিপ (অষ্টম স্থান)। প্রচুর কন্‌সেশন ও ষ্টাইপেণ্ড। গত বৎসর মোট ২৪০০০৲ এর অধিক ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হইয়াছে। নব নির্মিত সুন্দর দ্বিতল ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের প্রতি ছাত্রের জন্য মাসিক ১০৲ ষ্টাইপেণ্ড আশা করা যায়। এন্-সি-সি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে।

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় ফৌজদারী কাছারীর দক্ষিণে সদর রাস্তার উপরে ২ খানি দোতলা পাকা বাড়ী ও তৎসংলগ্ন ফাঁকা জায়গা এবং রঘুনাথগঞ্জের মধ্যস্থলে শ্রীকেনারাম চন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীর সন্নিকটে দোতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় হইবে। সত্বর নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন। ১৮।৬।৫৬

শ্রীহীরালাল রায়
সাং আহিরণ

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৭

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ,
টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে
মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত,